নোটিশ বোর্ডে থাকবে। রাজ্য পুলিশ কন্ট্রোল রুমে বন্দিদের তথ্যগুলি সংরক্ষন করা থাকবে। (crpc ধারা 41C)।

- **হাতকড়া তখনই ব্যবহার হবে যদি-**
- গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ জামিন অযোগ্য অপরাধে জড়িত থাকে;
- হিংসাত্মক ও বিশৃঙ্খল হয়;
- আত্মহত্যা প্রবণ হয়;
- পলায়ন প্রবণ হয়;
- হাতকড়া ব্যবহারের কারণ লিখিতভাবে রাখতে হবে, আদালতকে জানাতে হবে। যদি সঙ্গী পুলিশ অফিসারের মনে হয় বন্দির আদালতে যাওয়ার জন্য হাতকড়া লাগবে, তাহলে হাতকড়া ব্যবহারের জন্য আদালতের অনুমতি নিতে হবে এবং কেন হাতকড়া ব্যবহার হল তার ব্যাখ্যাও ম্যাজিস্ট্রেটকে দিতে হবে।(সুপ্রিম কোর্টের রায়- প্রেম শংকর শুক্লা বনাম দিল্লি প্রশাসন)।

মহিলাদের বিশেষ অধিকার

- বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া কোনো মহিলাকে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়ের মধ্যে গ্রেফতার করা যাবে না। এর মধ্যে গ্রেফতার করতে হলে একজন মহিলা পুলিশ অফিসারকে বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিতে হবে (Crpc ধারা 46(4))।
- মহিলা বন্দির নিজস্বতা ও সৌজন্য রাখার জন্য কেবলমাত্র একজন মহিলা পুলিশই তার তল্লাশি করতে পারে (Crpc ধারা 51(2))।
- মহিলা বন্দি থানায় পুরুষদের থেকে আলাদা লক-আপে থাকবেন। তাঁদের জেরার সময়ও মহিলা পুলিশ অফিসার থাকতে হবে। (সুপ্রিম কোর্টের রায় - শীলা বার্সে বনাম মহারাষ্ট্র সরকার)।

আইনি পরামর্শের অধিকার

- আপনার যদি আইনজীবী নিয়োগ করবার ক্ষমতা না থাকে, আপনি বিনামূল্যে আইনি সাহায্য পেতে পারেন, গ্রেফতারের মুহূর্ত থেকেই আপনার এই অধিকার শুরু হয়।যদি এই অধিকার সম্বন্ধে আপনি না জেনে থাকেন, কোর্টে প্রথম উপস্থিতির সময়ই আপনাকে এটা জানিয়ে দেওয়া ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তব্য (সুপ্রিম কোর্টের রায় - খাতরি(II) বনাম বিহার সরকার)।

গ্রেফতারে বাধাদান

- গ্রেফতারে বাধা দেবেন না। স্বাভাবিকভাবে ধরা দিলে বলপ্রয়োগ হবে না। বাধা দিলে গ্রেফতারকারী পুলিশ অফিসার বলপ্রয়োগ করতে পারে (crpc ধারা 46)।
- আপনি যদি আমলযোগ্য নয়, এমন অভিযোগে অভিযুক্ত হন এবং, সেক্ষেত্রে যদি নাম ঠিকানা বলতে না চান বা ভুল নাম ঠিকানা দেন, গ্রেফতার হতে পারেন।(crpc ধারা 42)।

বেআইনি গ্রেফতার বা আটকের প্রতিকার

- সংবিধানের 21 ও 22 পরিচ্ছেদ বলছে, কারুর গ্রেফতার বা আটক হতে হবে সম্পূর্ণ আইনসিদ্ধ। আইনত গ্রেফতার বা আটকের যথাযোগ কারণ দেখানো প্রয়োজন। এ সংক্রান্ত সব রকম আইনি প্রক্রিয়া ঠিক রাখা দরকার । এগুলি ছাড়া গ্রেফতারি বা আটক বেআইনি। যদি বেআইনিভাবে আপনাকে গ্রেফতার বা আটক রাখা হয়, তার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। যে পুলিশ অফিসার আপনাকে বেআইনি ভাবে গ্রেফতার বা আটক রেখেছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যায়। আর্থিক ক্ষতিপূরণও দাবি করা যায়।

আপনি পারেন-

- বেআইনিভাবে গ্রেফতার বা আটক করলে, সেই পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে এফ আই আর দায়ের করতে।
- জেলা সুপারিনটেনডেন্ট বা অন্য শীর্ষ পদাধিকারী পুলিশ অফিসারের কাছে দেখা করে বা রেজিস্টার্ড ডাকে লিখিত অভিযোগ পেশ করতে।
- স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে।
- যদি আপনার রাজ্যে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ নেবার পুলিশের শাখা থাকে
- সেখানে অভিযোগ করতে। এগুলি হল রাজ্য সরকারের বিশেষ দপ্তর যেখানে জনসাধারণের পুলিশ বিষয়ক অভিযোগ নেওয়া হয়।
- রাজ্য মানবাধিকার কমিশন বা প্রয়োজনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করতে।
- যদি আপনাকে গ্রেফতারের 24 ঘন্টার পরও ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পেশ করা না হয় বা আপনি কোথায় আছেন বোঝা না যায়; সেক্ষেত্রে আপনার পরিবার বা বন্ধুরা আদালতে বন্দিপ্রদর্শনের প্রয়োজনীয় আবেদন পেশ করতে পারেন। এটা হাইকোর্টে করা যায়। হাইকোর্ট স্থানীয় পুলিশকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে বন্দিকে তাদের সামনে হাজির করতে বলবে।
- সংবিধান অনুযায়ী আপনার মৌলিক অধিকার খর্ব হলে ক্ষতিপূরণ চাইতে পারেন।

রিট পিটিশন কি ?

যদি কোনো বন্দি মনে করেন তার মৌলিক অধিকারগুলি খর্ব হচ্ছে, রিট পিটিশন ফাইল করা যায়। হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে এটি ফাইল করা সম্ভব। আদালত বিষয়টিতে একমত হলে যথাযথ কতৃপক্ষকে অভিযোগ দায়ের করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন।

CHRI / সি.এইচ.আর.আই প্রসঙ্গে -

দি কমনওয়েলথ হিউমান রাইটস ইনিশিয়েটিভ হল একটি আন্তর্জাতিক, স্বাধীন, অলাভজনক সংস্থা, যার সদর দপ্তর ভারতে। এর লক্ষ্য, মানবাধিকারের প্রকৃত বার্তার প্রচার, প্রয়াস এবং প্রয়োগ। CHRI মানবাধিকারে অনুগত এবং আস্থাশীল।

আমাদের কর্মসূচি:-

- পুলিশ সংস্কার
- জেল বা সংশোধনাগার সংস্কার
- তথ্য জানার ব্যাপ্তি
- তৎসংক্রান্ত কৌশলী, কার্যকরী উদ্যোগ

কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ

55 এ, তৃতীয় তলা, সিদ্ধার্থ চেম্বারস -1,
কালু সরায়
নতুন দিল্লি - 110016
টেলিফোন: 91-11-43180200
ফ্যাক্স: 91-11-43180217

এই প্যামফ্লেট ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ফ্রীডরিক নিউম্যান ফাউন্ডেশনের, নতুন দিল্লি সহযোগিতায় প্রযোজিত।

গ্রেফতার ও আটক

পুলিশ এবং আপনি
আপনার অধিকার জানুন

CHRI
Commonwealth Human Rights Initiative

গ্রেফতার ও আটক

ভারতীয় সংবিধান ও আইন অপরাধমূলক ধারা যাদের গ্রেফতার বা আটক করা হতে পারো, তাদের অধিকার নিশ্চিত করে দিয়েছে। এই প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে- কোন পরিস্থিতিতে আপনি গ্রেফতার হতে পারেন, গ্রেফতারের সময় এবং পরে আপনার কি কি অধিকার, এবং এই অধিকার নিশ্চিত করতে পুলিশের কর্তব্য কি।

গ্রেফতারের জন্য পুলিশের কি ওয়ারেন্ট চাই ?

এটা নির্ভর করছে আপনার গ্রেফতার কোন আমলযোগ্য অপরাধের জন্য কি না তার উপর । যদি অপরাধ আমলযোগ্য না হয়, অবশ্যই ওয়ারেন্ট চাই। আমলযোগ্য হলে পুলিশ ওয়ারেন্ট ছাড়াই ধরতে পারে।

C.r.P.C 1973- এর প্রথম পরিচ্ছদে ভারতীয় দন্ডবিধির অপরাধগুলি আমলযোগ্য বা অআমলযোগ্য অনুযায়ী শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে।

আমলযোগ্য অপরাধ

এক্ষেত্রে পুলিশ ওয়ারেন্ট ছাড়া গ্রেফতার করতে পারে। বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়াই পুলিশ তদন্ত শুরু করতে পারে। খুন, ধর্ষণ, দাঙ্গার মত এগুলি গুরুতর অপরাধ।

অআমলযোগ্য অপরাধএ

রকম অপরাধের ক্ষেত্রে পুলিশ বিনা ওয়ারেন্টএ গ্রেফতার করতে পারে না। ম্যাজিস্ট্রেট অনুমতি দিলেই তবেই তদন্ত হতে পারে। সাধারণ রকম আঘাত করা বা আহত করা, জালিয়াতি বা প্রতারণা অআমলযোগ্য অপরাধের তালিকায় পরে।

আপনি কখন ওয়ারেন্ট ছাড়া গ্রেফতার হতে পারেন?

ওয়ারেন্ট ছাড়া গ্রেফতার হতে পারেন যদি-

- যদি পুলিশ অফিসারের সামনে আমলযোগ্য অপরাধ করেন।
- পুলিশের যদি এমন সন্দেহের কারণ থাকে যে আপনি আমলযোগ্য অপরাধে জড়িত বা আপনার বিরুদ্ধে এধরণের অভিযোগ জমা পরে।
- আইনের চোখে যদি আপনি অভিযুক্ত চিহ্নিত হন।
- আপনার কাছে যদি চোরাই সামগ্রী থাকে বা পাওয়া যায় এবং আপনি এতে জড়িত বলে সন্দেহ থাকে।
- যদি পুলিশ অফিসারকে কর্তব্য পালনে বাধা দেন।
- বন্দি অবস্থায় জেল ভেঙে পালানো বা পালানোর চেষ্টা করলে।
- সাজাপ্রাপ্ত আসামী মুক্তির পর নির্দিষ্ট নিয়ম ভাঙ্গলে।
- কোনো সশস্ত্র বাহিনী থেকে পলাতক হলে।
- দেশে যে ধরণের অপরাধ শাস্তিযোগ্য বলে গণ্য হয়, দেশের বাইরে সে ধরণের আপরাধে যুক্ত থাকলে বা যুক্ত আছেন বলে সন্দেহ করা হলে সেক্ষেত্রে আপনি দেশে ফিরে এলে আপনাকে গ্রেফতার করা যায়।

সাত বছর পর্যন্ত দণ্ডনীয় আমলযোগ্য অপরাধের বিশেষ প্রক্রিয়া-

আপনি সাত বছর পর্যন্ত শাস্তিযোগ্য ধারায় অভিযুক্ত হলে বিশেষ কিছু প্রক্রিয়া আছে। পুলিশ আপনাকে গ্রেফতার করতে পারে যদি তারা মনে করে এটা ঠিকমত তদন্তের জন্য প্রয়োজন বা আপনাকে এর দ্বারা নতুন অপরাধ করা থেকে বিরত রাখা যাবে বা আপনি যাতে কোন তথ্যপ্রমান বিকৃত না করতে পারেন, বা সাক্ষীকে প্রভাবিত করতে এবং ভয় না দেখতে পারেন। পুলিশ অফিসার সমস্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেন গ্রেফতার করা জরুরি কিনা। সব যুক্তিগুলি পুলিশকে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে। যদি আপনি গ্রেফতার না হন, অথচ পুলিশ আরও তথ্যের জন্যে আপনাকে জেরা করতে চাইলে, আপনাকে হেফাজতে নেওয়ার বদলে পুলিশ অফিসার 'উপস্থিত নোটিশ ' জারি করবে। আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হলে তখনি পুলিশের কাছে উপস্থিত হন। যদি আপনি উপস্থিত না হন বা নিজের পরিচয় না দেন সে ক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী আপনি গ্রেফতার হতে পারেন।(C.r.P.C - ধারা 41 এবং 41A)।

আপনি যদি গ্রেফতার হন তাহলে আপনার কিছু অধিকার থাকবে। সেগুলি হল:

- কেন গ্রেফতার করা হল তা পুলিশকে জানাতে হবে। সংবিধানের 22(1)পরিচ্ছেদ , crpc ধারা 50)।
- জামিনযোগ্য ধারায় গ্রেফতার হলে জামিনে মুক্তি দিতে হবে। গ্রেফতারকারী পুলিশ অফিসারের কর্তব্য আপনাকে আপনার অধিকার সম্বন্ধে জানানো যাতে আপনি ব্যবস্থা করতে পারেন (Crpc ধারা 50)।যদি জামিনের বন্দোবস্ত না করতে পারেন, সেক্ষেত্রে বিশেষ বন্ডের ব্যবস্থা (crpc ধারা 436)। করে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব।
- গ্রেফতারের 24 ঘন্টার মধ্যে নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আপনাকে উপস্থিত করতে হবে। আদালতে যাতায়তের সময় এর মধ্যে ধরা হয় না। সংবিধান 22(2)পরিচ্ছেদ এবং (crpc ধারা 57 এবং 76)।
- আত্মীয় বা মিত্রকে গ্রেফতারের বিষয় ও আপনাকে কোথায় রাখা হয়েছে, জানাতে হবে। আপনার এই অধিকারটি আপনাকে জানানো পুলিশের কর্তব্য। তথ্যাদি বিশেষ থানার খাতায় নথিভুক্ত থাকবে (crpc ধারা 50A)।
- আপনার পছন্দমত আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করা ও কথা বলা যাবে। জেরার সময় সর্বক্ষণ না হলেও আইনজীবীর সঙ্গে আলোচনা করা যাবে। সংবিধানের 22(1) পরিচ্ছেদ (crpc ধারা 41D)।
- বন্দিদশায় আপনার শরীরস্বাস্থ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকবে (crpc ধারা 55A)
- বন্দিদশায় আপনার অত্যাচার,দুর্ব্যবহার, অনাচার করা যাবে না (সংবিধান পরিচ্ছেদ 21)
- স্বীকারোক্তি দেওয়ার জন্য কোনো চাপসৃষ্টি, বা ধমকির দ্বারা পুলিশ বা কতৃপক্ষের অন্য কেউ আপনাকে প্রভাবিত করতে পারবে না, (crpc ধারা 163)

স্বাস্থ্য পরীক্ষার অধিকার

- গ্রেফতারের পরেই সরকারি চিকিৎসক দিয়ে আপনার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হবে। সরকারি চিকিৎসক না থাকলে নথিভুক্ত চিকিৎসককে দিয়ে এই পরীক্ষা করাতে হবে। মহিলাদের ক্ষেত্রে মহিলা চিকিৎসক পরীক্ষা করবেন। আপনি বা আপনার মনোনীত কেউ চিকিৎসকের রিপোর্টের কপি পাবেন (crpc ধারা 54।
- আপনি অনুরোধ করলে, আপনার দেহের আঘাতের দাগ গ্রেফতারকারী অফিসার 'ইন্সপেকশন মেমো' তে লিখে রাখবেন। মেমোতে আপনার এবং অফিসারের সই থাকবে। এই মেমোর একটি কপিও আপনার প্রাপ্য। সুপ্রিম কোর্ট রায়– (ডিকে বসু বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার)।
- বন্দিদশায় প্রতি 48 ঘন্টার একবার সরকার অনুমোদিত চিকিৎসককে দিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর অধিকার আছে আপনার। (ডিকে বসু বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার)।

পুলিশের অতিরিক্ত দায়িত্ব

- গ্রেফতারকারী অফিসারকে যথাযথ পোশাকে থাকতে হবে। তাঁর নাম এবং পদের ফলক যেন স্পষ্টভাবে বোঝা যায় (crpc ধারা 41B (a) ।
- গ্রেফতারকারী অফিসার আপনাকে গ্রেফতারের জন্য আপনার নাম, তারিখ, সময়
- সহ 'মেমো অফ এরেস্ট' তৈরি করবে। এটিতে আপনার কোন আত্মীয়ের বা এলাকার কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির অথবা আপনার সই থাকবে (crpc ধারা 41B (b) এবং ডিকে বসু বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার)।
- গ্রেফতারকারী অফিসার আপনাকে তল্লাশি করতে পারেন। আপনার কাছ থেকে পাওয়া সমস্ত আটক সামগ্রী নিরাপদে রাখা থাকবে। আটক রাখা সামগ্রীর একটি তালিকা আপনাকে দিতে হবে (crpc ধারা 51)
- গ্রেফতার হওয়া ব্যাক্তির রেকর্ডের জন্য সব তথ্য / দলিল স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটকে পাঠাতে হবে (ডিকে বসু বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার)।
- গ্রেফতারের পর বন্দির বিস্তারিত তথ্য ও অবস্থান 12 ঘন্টার মধ্যে রাজ্য বা জেলা পুলিশ কন্ট্রোল রুমকে জানাতে হবে। কন্ট্রোলরুমের নোটিশ বোর্ডে স্পষ্টভাবে এগুলি লাগানো থাকবে।(ডিকে বসু বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার)।
- গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তি/ ব্যক্তিদের নাম-ঠিকানা এবং গ্রেফতারকারীর নাম ও পদ জেলা কন্ট্রোলরুমের